



11356 - ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ বযিয়াবলী

প্রশ্ন

ইহরাম অবস্থায় মুহরমিককে কোন কোন বিষয় থেকে বরিত থাকতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইহরামের নষিদিধ বযিয়াবলী: ইহরামের কারণে ব্যক্তিকে যে বিষয়গুলো থেকে বরিত থাকতে হয়। যমেন:

১. মাথার চুল মুণ্ডন করা। দলিলি হচ্ছো আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবো না, যতক্ষণ না কেরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬] আলমেগণ মাথার চুলের সাথে শরীরের সমস্ত পশমকে অন্তর্ভুক্ত করছেন। অনুরূপভাবে নখ কাটা ও ছোট করাকও এর অন্তর্ভুক্ত করছেন।

২. ইহরাম বাঁধার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা; কাপড়ে হোক কিংবা শরীরহোক; খাবারদাবারে হোক কিংবা গোসলের সামগ্রীতে হোক কিংবা অন্য যে কোন কিছুতে হোক। অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। দলিলি হচ্ছো- যে ব্যক্তিকে একটি উট পায়ের নীচে চাপা দিয়ে মরে ফেলেছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও। দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তার মাথা ঢাকবো না। তাকে হানুত দবো না”। হানুত হচ্ছো- এক জাতীয় সুগন্ধি মশ্রণ যা মৃত ব্যক্তির গায়ে লাগানো হয়।

৩. সহবাস করা: দলিলি হচ্ছো আল্লাহর বাণী: “অর্থ- হজ্বেরে নরিদষিট কয়কেটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সসেব মাসে নজিরে উপর হজ্ব অবধারতি করে নেয় সে হজ্বেরে সময় কোন যটোনাচার করবো না, কোন গুনাহ করবো না এবং ঝগড়া করবো না।”[সূরা বাকারা, আয়াত ২: ১৯৭]

৪. উত্তজেনাসহ স্ত্রীকে ছোঁয়া। যহেতে এটি আল্লাহ তাআলার বাণী: فَأَلَّا رَفَتْ (অর্থ- যটোনাচার নহে) এর অধীনে পড়বে। কারণ মুহরমি ব্যক্তির জন্য বয়ি করা কিংবা বয়িরে প্রস্তাব দয়ো জায়যে নহে। সুতরাং ছোঁয়া জায়যে না হওয়াটা আরও স্বাভাবিক।

৫. কোন শিকার হত্যা করা। দলিলি আল্লাহ তাআলার বাণী: “অর্থ- হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৯৫] গাছ কর্তন করা মুহরমি ব্যক্তির জন্য হারাম নয়; তবে মক্কার হারামের সীমানার



ভতেররে কোনে গাছ হলো হারাম হবো এবং সটে মুহরমি ব্যক্তি, মুহরমি নয় এমন ব্যক্তি- সবার জন্ম হারাম। তাই আরাফার মাঠে মুহরমি ব্যক্তির জন্মেও গাছ উপড়ানো জায়গে। কারণ গাছ কর্তনরে বিষয়টি হারাম এলাকার সাথে সম্পৃক্ত; ইহরামের সাথে নয়।

৬. ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্ম খাস নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর মধ্যে রয়েছে- জামা, টুপি, পায়জামা, পাগড়ি ও মোজা পরধান করা। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন জিজ্ঞেসে করা হয়েছে মুহরমি কী পরধান করবে; তখন তিনি বলেন: “মুহরমি ব্যক্তি জামা, টুপি, পায়জামা, পাগড়ি ও মোজা পরধান করবে না। তবে যে ব্যক্তির পরার মত লুঙ্গি নই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পায়জামা পরার অনুমতি দিয়েছেন এবং যার জুতা নই তাকে মোজা পরার অনুমতি দিয়েছেন।

আলমেগণ এ পাঁচটি পরধিয়েকে একত্রে ‘مخيط’ (মাখতি অর্থ- সলোইকৃত) বলে থাকেন। অনেকে সাধারণ মানুষ مخيط (সলোইকৃত) বলতে যে পোশাকে خياطة (সলোই) আছে সটে বুঝে থাকে; আসলে বিষয়টি এমন নয়। বরং এর দ্বারা আলমেগণ উদ্দেশ্য করে থাকেন এমন পোশাক যা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরে অবয়ব অনুযায়ী কটে তরী করা হয়েছে; যমেন- জামা, পায়জামা। এটাই তাদের উদ্দেশ্য। তাইতো কোনে মুহরমি যদি তালি দিয়ে চাদর পরধান করে কথিবা তালি দিয়ে লুঙ্গি পরধান করে তাতে কোনে অসুবিধা নই। অথচ তিনি যদি সলোইবহীন জামা পরধান করে সটে হারাম হবো।

৭. ইহরাম অবস্থায় নারীদের জন্ম খাস নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর মধ্যে রয়েছে- নকোব। নকোব হচ্ছে এমনভাবে মুখ ঢাকা যাতে চোখ দুটো ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। অনুরূপভাবে স্কার্ফ পরাও নিষিদ্ধ। ইহরাম অবস্থায় নারীগণ নকোব বা স্কার্ফ পরবে না। নারীর মুখ খোলা রাখা শরিয়তসঙ্গত। তবে বেগোনা পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে মুখ ঢেকে নবি; যে কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকবে সটে যদি মুখ স্পর্শ করে তাতে কোনে অসুবিধা নই।

যে ব্যক্তি ভুলে গিয়ে, কথিবা অজ্ঞেতাবশতঃ কথিবা জেরজবরদস্তির শিকার হয়ে এ নিষিদ্ধ কাজগুলোর কোনটিতে লিপ্ত হয় তাহলে তার উপর কোনে দায় বর্তাবে না। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “কোনে বিষয়ে তোমাদের বিচ্যুতি ঘটে গেলে তাতে কোনে গুনাহ নই, তবে আন্তরিকি ইচ্ছাসহ হলো ভিন্ন কথা। [সূরা আহযাব, আয়াত: ৫] শিকার বধ করা ইহরাম অবস্থায় একটা নিষিদ্ধ কাজ; সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “মুমনিগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার বধ করবতোর উপর বনিমিয় ওয়াজবি হবো, যা সমান হবো ঐজন্তুরযে জন্তুকে সে বধ করেছে।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৯৫] এ দলিলগুলো থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কথিবা অজ্ঞেতাবশতঃ এ নিষিদ্ধ কাজগুলোতে লিপ্ত হবো তার উপর কোনে দায় বর্তাবে না।

অনুরূপভাবে কাউকে যদি জবরদস্তি করে এর কোনটিকে লিপ্ত করানো হয় তার উপরও কোনে দায় বর্তাবে না। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “যারা ঈমান আনার পর কুফরি করেছে; -তবে যাকে কুফরি করতে জবরদস্তি করা হয়েছে, অথচ তার অন্তর



ঈমাননে ভরপুর সনে নয়- কনিতু যবে ব্যক্তিকুফুররি জন্য হৃদয়রে দুয়ার খুলে দয়িছে; তাদরে উপর আল্লাহর গযব; তাদরে জন্যে রয়ছে মহা শাস্তি”[সূরা নাহল, আয়াত: ১০৬] কাউকে জবরদস্তিকরে কুফুরিকরালে যদি এ বধিান হয় কুফুররি চয়ে নমিন ক্ষত্রে তে অবশ্য এ বধিান প্রযোজ্য।

তবে বসিমৃত হয়ে যবে ব্যক্তিকোন নষিদিধ বষিয়ে লপিত হয়ে সবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা থেকে বরিত হবে।

অনুরূপভাবে অজ্ঞঃ ব্যক্তিকোনার সাথে সাথে নষিদিধ বষিয় থেকে বরিত হওয়া তার উপর ফরজ। একইভাবে জোরজবরদস্তিক থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে সবে ব্যক্তিরি নষিদিধ বষিয় থেকে বরিত থাকা ফরজ। উদাহরণতঃ কোন মুহরমি যদি ভুলক্রমে মাথা ঢেকে ফলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সবে মাথা থেকে সবে আবরণ দূর করবে। কটে যদি সুগন্ধযুক্ত কিছু দয়ি তে হাত পরস্কার করে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে হাত ধুয়ে সবে সুগন্ধি দূর করা তার উপর ফরজ।